যুগান্তর

তারিখ ... 11 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

এমপিওভুক্তি নিয়ে ক্ষোভ

'কোন অনিয়মের অভিযোগই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে অর্থ লেনদেন বা দুর্নীতির অভিযোগও আমলে নিতে হবে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার বা বেতনের সরকারি অংশ) তালিকা ঘোষিত হওয়ার পর থেকে দেশব্যাপী এমপিওবঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ-সমাবেশ, অবরোধ অব্যাহত থাকায় স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বারান্দায় হট্টগোল করেছেন অনেক এমপিওবঞ্চিত। এ অবস্থায় এমপিওভুক্তিকরণ নিয়ে ওঠা অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। একটি অভিযোগ হল, এমপিওভুক্তিকরণে প্রাধান্য পেয়েছে প্রভাবশালী সংসদ সদস্যদের নির্বাচনী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। খোদ শিক্ষামন্ত্রীর নিজ এলাকার ক্ষেত্রেও উঠেছে এমন অভিযোগ। শিক্ষা সচিবের এলাকাও নাকি প্রাধান্য পেয়েছে এমপিওভুক্তিকরণে। একটি দৈনিকের খবর অনুযায়ী, শিক্ষামন্ত্রীর নিজ জেলা সিলেটে সর্বোচ্চ ১৪টি ও শিক্ষা সচিবের নিজ জেলা হবিগঞ্জে ১২টি প্রতিষ্ঠান এমপিও পেয়েছে। সরকারি দলের কোন কোন সংসদ সদস্য দাবি করেছেন, বিএনপি-জামায়াতপন্থী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে অথচ বাদ পড়েছে তাদের প্রতিষ্ঠান। কাজেই এমপিওভুক্তি নিয়ে ঢালাও দলীয়করণ হয়েছে বলা যাবে না। অঞ্চলপ্রীতি হলে সেটিও অবশ্য অনিয়ম। কোন অনিয়মের অভিযোগই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে অর্থ লেনদেন বা দুর্নীতির অভিযোগও আমলে নিতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আর্থিক লেনদেন হয়নি। আমরা বলব, তদন্ত করেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয় কিছু শর্ত বা মানদণ্ডের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, ম্যানেজিং কমিটি, খেলার মাঠ প্রভৃতি বিবেচনা করা হয়। যথাযথ মানদণ্ডের ভিত্তিতে যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির আওতায় আনা হলে বলার কিছু নেই। তবে রাজনৈতিক প্রভাব বা তদবির যদি এমপিওভুক্তিকরণকে প্রভাবিত করে, তাহলে এর গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। নতুন এমপিওভুক্তি নিয়ে বৈষম্যের যে অভিযোগ উঠেছে, তা আরও উদ্বেগজনক। কোন এলাকায় এমপিওভুক্তির আওতায় এসেছে বেশিসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবার কোথাও একটিও প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি। গাইবান্ধা সদর উপজেলার একটি বড় স্কুল এমপিওভুক্ত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা আরও ঘটে থাকতে পারে। জয়পুরহাট জেলার একটিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওর আওতায় আসেনি। অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী পরে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, প্রথম তালিকায় জয়পুরহাটের একটি প্রতিষ্ঠানেরও নাম ছিল না, পরে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। এ ধরনের অন্যান্য অভিযোগও তদন্ত করে দেয়া উচিত অনুরূপ পদক্ষেপ। এটা ঠিক, এমপিওভুক্তির আবেদনকারী সব প্রতিষ্ঠানকে এর আওতায় আনা সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। আবেদন পড়েছিল ৭ হাজার ৫০৩টি প্রতিষ্ঠানের আর এমপিওভুক্ত হয়েছে ১ হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ বাদ পড়েছে সাত ভাগের ছয় ভাগই। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান বড় হওয়াই হয়তো বিক্ষোভটা বড় হয়ে দেখা দেয়ার কারণ। বঞ্চিতরা স্বভাবতই ক্ষুব্ধ। বিভিন্ন অভিযোগ সে ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সব বঞ্চিত প্রতিষ্ঠানই যে এমপিওভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়, এমনটি মনে করার কারণ নেই। বাদ পড়াদের মধ্যে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভালো ও এমপিওভুক্ত হওয়ার শর্ত পূরণে সক্ষম প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নিজেও বলেছেন, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে যোগ্য হলেও সব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা সম্ভব ছিল না। আমরা আশা করব, আসন্ন বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে আগামীতে এমপিওর সংখ্যা বাড়ানো হবে। সেক্ষেত্রে মূলত যোগ্য প্রতিষ্ঠানই যেন এর আওতায় আসে, তা নিশ্চিত করা চাই। প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করবে না। এক্ষেত্রে মানের বিষয়টিও উপেক্ষণীয় নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোরও চেষ্টা থাকতে হবে এমপিওভুক্ত হওয়ার শর্ত পূরণের। ক্লাসে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়াতে, পরীক্ষায় ভালো ফল নিয়ে আসতে শিক্ষকদের দায়িত্বই বেশি। তারা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেই এমপিওভুক্ত হওয়ার দাবি করতে পারেন। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। তবে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টিই যেন মুখ্য হয়ে না দাঁড়ায়। এমনও বলা হয়ে থাকে, বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো মোটামুটি উন্নত হলেও সেখানে মানসম্পন্ন শিক্ষকের বড় অভাব। এমপিওভুক্তির মূল উদ্দেশ্য কিন্তু শিক্ষার মানোন্নয়ন। সব ধরনের দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্রমে এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে।